East West University

প্রথম আলো
১০ জুলাই, ২০০৯
পৃষ্ঠা - ১২
শ্রেণী সংখ্যা - 070.405

প্রথম আলো
১০/০৭/০৯ – পৃষ্ঠা ১২

বিশেষ সাক্ষাৎকার | মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের জন্ম হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার রতনপুর গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করার পর একই বিভাগে লেকচারার হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন। সরকারি কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৯৬৬ সাল থেকে। এরপর ১০ বছর কাজ করেন ইউএনডিপিতে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে নিয়োগ পান। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বেসরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হন।

● সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শওকত হোসেন ও মনজুর আহমেদ

ঋণখেলাপি তৈরি হয়েছে দুর্নীতি ও ভ্রান্তনীতির কারণে

প্রথম আলো ● আপনি কীভাবে দেশের অর্থনীতির [illegible]

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● আমার তো মনে হয় আমাদের অর্থনীতির [illegible] শক্তি অত্যন্ত প্রবল। [illegible] পাহাড়ের পরও [illegible] বেশি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। [illegible] অক্লান্ত পরিশ্রম, শ্রমিকের [illegible] প্রবাসে শ্রমিকের আয়ে [illegible]

কিন্তু এখন অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ বলতে গেলে [illegible] আলোচনা করতে [illegible] বিদ্যুৎ বা জ্বালানি) এ মুহূর্তে [illegible] এর সুব্যবস্থা [illegible] উত্তরণই হবে না। কিন্তু [illegible] এমন কিছু দেখিনি যে [illegible] অগ্রাধিকার দেওয়া [illegible] আলোচনা আছে [illegible] কিছু নেই।

প্রথম আলো ● [illegible]

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● [illegible] বিনিয়োগ। এটা [illegible] এটা নিয়ে তো [illegible] কিন্তু এটা যারা [illegible] কাজেই আমার মনে হয় [illegible] করা দরকার। [illegible] সে জন্য [illegible] বলেছেন, [illegible] হওয়া যাবে না। [illegible] বিনিয়োগ করে জ্বালা[illegible] আছে। সে [illegible] যেতে হবে। [illegible]

[illegible] হবে। [illegible]

[illegible]

প্রথম আলো ● [illegible]

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● [illegible] আমি [illegible] শিল্পখাতই [illegible] আমাদের [illegible] প্রয়োজন মেটাতে [illegible] ঘণ্টা করে সুই [illegible] কাজেই আমরা এটা কেন করি না। [illegible] গুরুত্ব দিতে হবে।

সব মিলিয়ে আমাদের অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এর চেয়ে বড় অগ্রাধিকার আগে কোনো দিন ছিল না। আমার মনে হয় জরুরিভিত্তিতে থাকবে [illegible] কাজেই আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা দরকার, রাজনৈতিক শক্তি, সরকারের শক্তি একসঙ্গে এখুনি নিয়োগ করা দরকার।

প্রথম আলো ● কৃষি খাতের মূল্যায়ন করবেন কীভাবে?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● কৃষিই হলো আমাদের প্রাণশক্তি। যার সঙ্গে আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র কুটিরশিল্প একসূত্রে গাঁথা। ১৯৭২ সালে কৃষির উৎপাদন ছিল এক কোটি টন, আর এখন হচ্ছে তিন কোটি ৩০ লাখ টন। কাজেই কৃষি তো দিয়েছে। এখন কাজ হলো এটা ধরে রাখা। ইতিমধ্যে কৃষিতে একটা বিপর্যয় হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি। ১০ হাজার মিলমালিকের কাছে আমরা জিম্মি হয়ে পড়েছি। কৃষক দাম পায়নি। আমি শুনেছি সরকার এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত, মাথা ঘামাচ্ছে। আমার একটা প্রস্তাব আছে, বিভিন্ন জায়গায় বলেছি। আমরা সমবায় পছন্দ করি না, ঠিক আছে। সমবায়ের অপব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আশপাশের দেশ সমবায় নিয়ে অনেক দূর এগিয়েছে। কৃষকের সমবায় করার দরকার উৎপাদন ও বিপণনের জন্য। এই সমবায়ের সঙ্গে গুদাম বাড়াতে হবে। সাত শ গুদাম আছে, সাত হাজার করতে হবে, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টন কিনে ফেলা যায় ফসল কাটার মৌসুমে। এখানে সহজ শর্তে ঋণও দিতে হবে, যাতে কৃষক নিজের ধানটা প্রয়োজনে না বেচে গুদামে রাখতে পারে। তাহলে কিন্তু আর কৃষক দাদন বা মিলমালিকদের ওপর নির্ভরশীল হবে না। এ ছাড়া আমাদের বাংলার কৃষকের মুক্তি নেই। সে কারণে জাতির জনকও কিন্তু কৃষকদের জন্য এসব করতে চেয়েছিলেন, সমবায় করতে চেয়েছিলেন।

প্রথম আলো ● আপনি কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিষয়টি বলছিলেন।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● হ্যাঁ, কৃষিভিত্তিক শিল্প—ক্ষুদ্রশিল্প, কুটিরশিল্প, অতি ক্ষুদ্রশিল্প। পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা বিনিয়োগের শিল্পের কথা বলা হয়। আমি বলছি ৫০ হাজার, এক লাখ টাকার শিল্পের কথা। লাখ লাখ ইউনিট গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। এগুলো আত্মকর্মসংস্থান ইউনিট। একেকটিতে ৫-৭-১০ জনের চাকরি হবে। অল্প মূলধনে নিজস্ব উৎপাদন। অল্প সময়ে খুব সহজ প্রযুক্তিতে দ্রুত দেশে বিদেশে ছড়িয়ে যাবে।

এর সঙ্গে শিক্ষাকে ভকেশনালাইজেশন (কারিগরি) করতে হবে নিম্নমাধ্যমিক পর্যন্ত। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিতে হবে ব্যাপকভাবে। শুধু যে কৃষি ম্যাকানিক হবে তা না। এর সঙ্গে নার্সিং, ইলেকট্রিশিয়ান, দর্জি, ট্রাকচালক, নিরাপত্তাকর্মী হবে। এগুলো করলে আমরা দক্ষ জনশক্তি পাব। বিদেশে এর বিপুল চাহিদা আছে। বিশেষত নার্সের তো [illegible] চাহিদা। আমাদের ২২ হাজার নার্স আছে। [illegible] দেশে ২০ লাখ নার্সের চাহিদা আছে। নার্সের [illegible] থেকে ছয় মাসের ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয়। [illegible] করতে পারতাম তাহলে রেমিট্যান্স, [illegible] বাজারটা একটা বিশেষ অঞ্চল থেকে [illegible] ছড়িয়ে যেতে পারত। আর রেমিট্যান্স [illegible] হাজার কোটি ডলার নয়, দুই হাজার কোটি টাকা [illegible] পারত। এটিকে একেবারেই অগ্রাধিকার খাত [illegible] গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথম আলো ● শিল্প খাত নিয়ে আপনার ভাবনা কী?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● শিল্প ছাড়া জিডিপিতে বড় [illegible] আমাদের পরীক্ষিত শিল্প বলতে তো [illegible] এখানে সমস্যা-টমস্যা আছে। [illegible] আছে আমি মনে করি ষড়যন্ত্র আছে।

[illegible] সম্ভাবনাময় শিল্প আমার [illegible] জাহাজশিল্প। এটা আমরা দেখতে পারি। এখানে যেহেতু পরিবেশের কিছু সমস্যা আছে, সেগুলো পরে দেখা যাবে।

[illegible] সাইকেল প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় শিল্প। চীন [illegible] থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে দিচ্ছে। তাদের উপায় নেই, মজুরি এত বেশি যে তাদের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

[illegible] আরও বেশি সম্ভাবনাময় খাত হলো চামড়াশিল্প। চামড়ার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতটা বলি, তুরস্ক ও কানাডা গরু খাওয়ার দেশ। এই চামড়া নিয়ে কী করবে তারা তা জানে না। মজুরি অত্যন্ত বেশি। কাজেই তারা বিক্রি করছে ব্রাজিল ও ভারতের কাছে। আর চীন হলো ফিনিশড লেদারের রাজধানী দেশ। তার নিজের যা আছে, এ দিয়ে অর্ধেকও হয় না। তারা এ মুহূর্তে এক হাজার কোটি ডলার আয় করে ফিনিশড লেদার চীনে রপ্তানি করে। এটা আমরা না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখানে এক ডলার বিনিয়োগ করলে তিন ডলার মূল্য সংযোজন হয়, মোটামুটি চার ডলার আয় করা যায়।

আরেকটি সম্ভাবনাময় শিল্প হলো সিরামিকস। আমরা কিন্তু একমাত্র শক্তি, যাদের কাছে প্রযুক্তি রয়েছে। বাজার তৈরিই আছে। আমেরিকা ও ইউরোপে সবার কাছেই এর চাহিদা বিপুল। সমস্যা হলো এটা গ্যাসনির্ভর।

আমরা জনশক্তি রপ্তানির জন্য যদি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে একটা ব্যয়বহুল সার্টিফিকেশন এজেন্সি করতে পারতাম তাহলে ভালো হতো, যে সার্টিফিকেশন এজেন্সি পরীক্ষা করে বলবে এই নার্স, বিউটিশিয়ান, ড্রাইভার হলো বিশ্বমানের। এর জন্য সরকারের সদিচ্ছার প্রয়োজন আছে।

প্রথম আলো ● বলা হচ্ছে প্রবাসীদের জন্য পৃথক ব্যাংক দেওয়া হবে।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● প্রবাসী জনশক্তির সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, বিদেশ যাওয়ার আগে ঘটিবাটি বিক্রি করে তাদের যেতে হয়। মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদের অর্থ নিয়ে যায় তারা। ব্যাংকগুলো তাদের বামলে নিতে চায় না। আমি আট মাস আগে লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছি যে রাষ্ট্র খাতের রূপালী ব্যাংকটি প্রবাসীদের দেওয়া হোক। এই ব্যাংকটি আমরা বিক্রি করতে পারছি না। এটা গলার ফাঁস হয়েছে। এটাকে রূপালী প্রবাসী ব্যাংকে রূপান্তর করা যায়। নতুন ব্যাংক দিতে গেলে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা। সময়ক্ষেপণ হয়, এখন ব্যাংকের মূলধন নিশ্চিত করাও বিরাট বিষয়। আর রূপালী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করা যাবে না। এতে অনেক মরিয়া লোক আছে, তারা কিনে নেবে। তাতে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না। বরং একটা গ্রুপকে দিতে হবে।

এই ব্যাংক বিদেশে যাওয়ার আগে এই জনশক্তিকে ঋণটা দেবে, দরকার হলে সুদবিহীন ঋণ দেবে। সিকিউরিটাইজেশন হলো উদাহরণ, রেমিট্যান্সের কিছু অংশ ব্যাংক রেখে দেবে। এই প্রক্রিয়ায় ঋণ পরিশোধ হবে।

আর হলো এই জনশক্তির ইংরেজি জানাটা দরকার। সেই সঙ্গে কিছু সাধারণ শিষ্টাচার। সে বিষয়েও কিছু করা দরকার, যাতে তারা বিদেশ গিয়ে এমনকি বিমানে উঠেই শিষ্টাচারগুলো মেনে চলতে পারে।

প্রথম আলো ● বাজেটে কালো টাকা নিয়ে তো অনেক কথা হচ্ছে।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● এ দেশে অপ্রদর্শিত আয় নেই, সবই কালো টাকা—এমন কথা যদি কেউ বলেন তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হব না। ধরুন, গৃহিণীরা পাঁচ-সাত লাখ টাকা জমিয়েছেন কিন্তু আয়কর বিবৃতিতে উল্লেখ করেননি বা তাঁর আয়কর বিবৃতি নেই। এটাকে তো কালো টাকা বলা যাবে না। এটাকে মাফ করতে হবে। আবার সরকারের নিয়মকানুনের কারণে যে আয়টা করের মধ্যে আসছে না—যেমন বাড়ি কেনা—এক কোটি টাকার বাড়ি হলেও ৩০ লাখ টাকার বেশি মূল্যে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না। এ জন্য আমি মনে করি এক কোটি টাকা পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে এবং এর ওপরে ২০ শতাংশ করে কর ধার্য করা যায়। আর বর্তমান আয়করের হার ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা যায়।

বলা হয়, এক লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা কালো টাকা। এটা যদি হয় তবে আমি বলব, ভূগর্ভে মারাত্মক ভূমিকম্পের প্রস্তুতি আছে। এর জন্য তিন বছরের সুদমুক্ত বন্ড দেওয়া যেতে পারে। এই বন্ড হবে পদ্মা সেতু, রেলওয়ে, সৌর জ্বালানি খাতের অবকাঠামো খাত করা যেতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয় না। এ বছর যে ৩০ হাজার কোটি টাকার এডিপি হয়েছে, এর বাস্তবায়ন সম্ভব। একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি করতে হবে। যেসব প্রকল্প অর্থহীন সেগুলো বন্ধ করতে হবে এবং অগ্রাধিকার খাত যেগুলো বলা হলো, সেগুলোতে এই তহবিল আনতে হবে। আর হলো অর্থবছর পরিবর্তন করতে হবে। জানুয়ারি-ডিসেম্বরের অর্থবছরে আসতে হবে। কারণ শেষ সময়ে বেশি অর্থ ছাড় হয়। কিন্তু এপ্রিল-মে-জুন মাসে বৃষ্টির দিতে অনেক অর্থ অপচয় হয়ে যায়। এটা হলে অপচয় কম হবে।

প্রথম আলো ● প্রশাসনে স্থবিরতা আছে বলা হয়।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● স্থবিরতা আছে। প্রশাসনে দলীয়করণ হয়েছে। তবে এখন হচ্ছে কি না আমি জানি না। কিন্তু কারোর চাকরি যায়নি। এ কারণে কোনো অনিশ্চয়তা হয়েছে কি না জানা নেই। আমার একটা প্রস্তাব আছে। একেবারে রাজনৈতিক সরকারের আমলে সাংবিধানিক পদগুলোতে বাছাই কমিটির মাধ্যমে সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া উচিত। তবে সেনাবাহিনীর প্রধানের কথা বাদে। কারণ এর আলাদা দিক আছে। বাকি সব পদে, যেমন প্রধান বিচারপতি, পুলিশের আইজি, জজ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পিএসসি, দুদক, এসইসির চেয়ারম্যান, কম্পট্রোলার অডিটর জেনারেল, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন। বাছাই কমিটি দুজন করে প্রস্তাব দেবে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করে নিয়োগ করবেন। এতে প্রশাসনে গতিময়তা আনতে সহজ হবে। আর ফলে, কোনো সাংবিধানিক পদের কাউকে রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেওয়া যাবে না।

প্রথম আলো ● আপনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন। খেলাপি ঋণের ঢালাও পুনঃ তফসিলের কথা অর্থমন্ত্রী বলছেন। পুনঃ তফসিল নীতিমালা শিথিল করার বলা হচ্ছে। আপনার অভিমত কী?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● খেলাপি ঋণের সমস্যা আমাদের শুরু হয়েছে সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে। যখন আমরা উদারীকরণের দিকে গেলাম, খেলাপি ঋণের বেশি অংশ তৈরি হয়েছে দুর্নীতি, ভ্রান্তনীতি ও ভ্রান্ত প্রয়োগের কারণে। যখন ঋণ ও মূলধনের রেশিও ছিল ৭০ : ৩০। বার মধ্যে জমি ও দালানকোঠা ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার দাম অনেক বেশি ছিল এবং এর লাইসেন্স ছিল। শিল্পে বিনিয়োগ না করেও বসে থেকে আয় করা যেত। চলতি মূলধন ছিল না। তখন অনিয়ম হয়েছে।

এখন যারা টাকা নিয়েছে তাদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক আছে। একদল টাকা নিয়েছে কিন্তু বিনিয়োগ করেনি। আর এক ভাগ আছে, যারা বিনিয়োগ করেছে, চেষ্টা করেছে, কিন্তু নীতির কারণে খেলাপি হয়ে গেছে। আবার বড় ধরনের অনিয়ম করেছে। আমি বুঝি না, কেন অবলোপন করার সুযোগ দেওয়া হলো। অবলোপন করে মামলা করা হয়েছে, এমন কথা আমি শুনিনি। অথচ সেটাই কথা ছিল।

আমার প্রস্তাব হলো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি করা। এটা ছাড়া এ থেকে বের হওয়া যাবে না। তা করা হলে এদের কাছে খেলাপি ঋণ বিক্রি করে দেওয়া যাবে। তারা আদায় করে নেবে। সুখের কথা হলো, অর্থ-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এর প্রস্তাব করেছে। সুদের হারও একটা বড় কারণ খেলাপি ঋণের। সরকারি ব্যাংকগুলো সুদের পর সুদ ধরে নিজেদের আয় দেখিয়েছে। আর গত দুই বছরে দুই হাজার কোটি টাকার বেশি খেলাপি ঋণ হয়েছে আমি শুনেছি।

তবে উদ্যোক্তাদের প্রতি উদারতা দেখাতে হবে। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল করতে হবে। তবে ঢালাওভাবে আমি খেলাপিদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে না। কেস টু কেস ব্যবস্থা নেওয়া যায়। খেলাপির সংজ্ঞা বারবার পরিবর্তন হয়েছে। এটাও ঠিক না।

প্রথম আলো ● কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন নিউজিল্যান্ডের বা ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের মতো স্বাধীন হয়ে যাবে এমন মনে করি না। তবে কার্যকর স্বায়ত্তশাসন থাকতে হবে। তাদের বেতনভাতা নিজেদের মতো দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। একটা প্রশ্ন বোধহয় আছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন দিলে তারা সরকারের বাজেট ঘাটতি মেটাতে পর্যাপ্ত অর্থ দেবে না তাতে সরকার দেউলিয়া হবে। আমি মনে করি এটা অমূলক। আর অর্থমন্ত্রীর আওতায় রাজস্ব নীতি ও মুদ্রানীতির সমন্বয়ের কমিটির বিপক্ষে আমি। বরং একটি কমিটি করতে হবে, যেখানে অর্থমন্ত্রীও থাকবেন আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও থাকবেন। চেয়ারম্যান হবে এই দুজনের বাইরে। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদকে শক্তিশালী করতে হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর এমডির চাকরির গোপন প্রতিবেদন লেখার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের হাতে দেওয়া উচিত।

প্রথম আলো ● আপনাকে ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ● আপনাদেরও ধন্যবাদ।